**নারীকে কিভাবে বিছানায় উত্তেজিত করবেন!!!!**

নিউজনেক্সটবিডি.কম ডিসেম্বর ১৯, ২০১৪(ডেস্ক নিউজ)

 3400 Google +19  11  6  14

প্রত্যেক পুরুষের নারীর প্রতি কিছু জিনগত কৌতূহল থাকে। আর তা হলো নারী দেহের কোন স্থানে স্পর্শ করলে নারী খুব বেশি ক্রেজি ও যৌনদীপ্ত হয়।

যে ১০টি স্পর্শকাতর বা সংবেদনশীল স্থানে স্পর্শ করলে নারী যৌনউন্মাদ হয়ে উঠে-অনলাইন পোর্টাল ‘আস্কম্যান ডটকম’ অবলম্বনে সেই বিষয়ই আজ তুলে ধরা হলো..

১. ঠোঁট
নারীকে উত্তেজিত করার প্রথম ও প্রধান মাধ্যম হলো ঠোঁটে চুম্বন দেওয়া । ধীরে ধীরে সেই চুম্বনের মাত্রা বাড়ানো। গভীর আবেগের সাথে বিরতিহীনভাবে আপনার প্রিয়তমার ঠোঁট চুষে ও কামড়ে দিতে হবে। জিহ্বা ও দাঁত দিয়ে ঠোঁটের আপাদমস্তক মাখামাখি করলে প্রিয়তমা বেশামাল হয়ে যাবে।

২. যৌনিপথ
কিছু কিছু নারী তার প্রেমিক বা স্বামীর কাছ থেকে জিহ্বা দ্বারা তার যৌনিপথ বা ভগাঙ্কুর লেহন করিয়ে নিতে বেশি আনন্দ অনুভব করেন। এটা করতে অস্বীকৃতি জানালে সেই নারী আসল মজা না পেয়ে স্বামী বা বয়ফ্রেন্ডের প্রতি চরম বিরক্তি অনুভব করেন।

৩. স্তনযুগল
নারী দেহের অন্যতম সংবেদনশীল স্থান স্তনযুগল। এই স্থানে সঙ্গীর কাছ থেকে হাতের স্পর্শ, মৈথুন, চুমু, মৃদু কামড় ইত্যাদি নারী সবসময় প্রত্যাশা করে । প্রায় সব নারীরই এই সাধারণ প্রত্যাশা থাকে। এটা হচ্ছে সুস্থ যৌনসম্পর্কের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য পূর্বশর্ত।

৪. কবজি
অনেকেই এই তথ্য জানেন না যে নারীদের কবজির মধ্যে যৌনতা থাকে। এই কবজি থেকে যৌন উত্তেজনা ভাসাতে দরকার হাতের কবজিতে উপযুর্পরি চম্বন বর্ষণ।
৫. পায়ের পাতা
নারীর পায়ের পাতায় হাত দিয়ে মৃদু আঘাত, স্পর্শ, মাসাজ করলে দেহের ভেতর দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে । এতে করে দেহের যৌনক্ষুধা তৈরি হয়। এ সময় নারীর পক্ষ থেকে পরুষের যে কোনো দাবি মেনে নিতে আর বাধা থাকে না।

৬. কান
মাথার দুই পাশে দুই কান অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং সুরসুরিপূর্ণ স্থান। কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গেলেই নারী আর ঠিক থাকতে পারেন না। উতাল-পাতাল শুরু করতে বাধ্য হয়। রাতে আপনার কামনার ইচ্ছে জাগলে আপনার স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ঘষাঘষি শুরু করুন। দেখবেন বাদবাকি কাজের জন্য আপনাকে আর পরিশ্রম করতে হবে না।
৭. ঘাড়
আপনার প্রেমিকার ঘাড়ের কাছে মুখটা রাখুন। এবার দীর্ঘ শ্বাস ছড়ুন। পারলে ঘাড়ের মধ্যে একটু কামড় বসিয়ে দিন। সেই সঙ্গে অনেক আদরের সাথে হালকাভাবে তার চুলগুলো টানতে থাকুন দেখবেন খেলাটা কেমন জমে।

৮. নিতম্ব
নারীর নিতম্ব আঙ্গুল কিংবা পুরুষঙ্গ দিয়ে নাড়াচাড়া, ধাক্কাধাক্কি করলে নারী আর শান্ত থাকতে পারে না। কিছুক্ষণ এই কাজ অব্যাহত রাখলে নারী শীৎকার শুরু করে দেয়। যার অর্থ নারী-পুরুষের সঙ্গে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত।

৯. হাঁটুর পেছন
আপনি জানেন কিনা দেহের সকল স্নায়ুর সংযোগস্থল শেষ হয়েছে হাঁটুর পেছনে। তাই এই স্থানটি মানুষের বিশেষ স্পর্শকাতর জায়গা। এখানে সামন্য টোকা দিলে বা চিমটি কাটলে গোটা দেহে খবর হয়ে যায়। তাই এ স্থানে যদি সতর্কভাবে আদর করে কামড় দেন এবং সঙ্গে বোনাস হিসেবে চুমু বসিয়ে দিতে পারেন। তবে কিন্তু আপনার সঙ্গিনীকে কট্রোল করা কঠিন হয়ে পড়বে।

১০. উরু বা থাই
হাঁটুর পরেই উরু। এটাও একটি যৌনতাপূর্ণ সংবেদনশীল স্থান। এখানে হাত দিয়ে কর্ষণ, দলিত-মথিত করলে প্রিয়তমার পাগলামি বেরে যায়। সেই পাগলামি দমানোর জন্য আপনাকে পাগল হতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই সংক্রান্ত আরও খবর পড়তে নিচের টুলবারটি ডাউনলোড করুন কয়েক সেকেন্ডে।

[ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন](http://goo.gl/C0BqGd)

- See more at: http://newsnextbd.com/ent/archives/393.html#sthash.MwFLtwvT.Mw08xDs7.dpuf